রমা চৌধুরী : ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব

অর্পিতা নাথ
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
বাসন্তীদেবী কলেজ
Email: arpita.nath111@gmail.com

সারাংশিকা

সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানচর্চার সূচনা বেদের কাল থেকে অদ্যাবধি প্রবহমান। দীর্ঘকালীন এই সময়ে সংস্কৃত জ্ঞানচর্চায় সৃষ্টি হয়েছে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাকাব্য, নাটক, প্রকরণাদি দৃশ্যকাব্য, গীতিকাব্য, গল্পসাহিত্য, নীতিশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র প্রভৃতি। এই সমস্ত রচনাসম্ভারের কিছু রচনা মানুষের চিত্তবিনোদনের মাধ্যম, আবার কিছু রচনা অনুশাসনমূলক, নীতিশিক্ষাদায়ক। বিশেষ করে কাব্যজগৎ মূলতঃ মানবমনে আনন্দবিধানার্থে রচিত হয়েছে। রসপরিবেশনাই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। যদিও সাহিত্য আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ শিক্ষাও দান করে থাকে। সংস্কৃত কাব্যধারার আলোচনায় বলা যায় যে, গঠনগত দিক থেকে কাব্য দুইপ্রকার- দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য হল রূপক বা অভিনয়যোগ্য কাব্য। যেমন- স্বপ্নবাসবদত্ত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি। অপরদিকে শ্রব্যকাব্য হল যা পাঠযোগ্য। যেমন- মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্য এবং শ্লোকসংগ্রহ বা কোশকাব্য। সময়কালীন ব্যবধান অনুযায়ী সংস্কৃত রচনাসম্ভারকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় - বৈদিকযুগ, লৌকিকযুগ এবং আধুনিকযুগ। এই তিন যুগের শেষস্তরে আছে আধুনিকযুগ। আধুনিকযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে গেলে ঊনবিংশ শতক থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত রচিত সাহিত্যসমূহকে বলা যায়। এই সময়ে বঙ্গসহ সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানেই কাব্য, নাটক, অলংকারশাস্ত্র প্রভৃতি রচনা করেছেন বিভিন্ন বিদ্বান পণ্ডিতগণ। অদ্যাবধি সেই ধারা প্রবহমান। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দতে বঙ্গদেশে বেশকিছু সংস্কৃতপ্রেমী পণ্ডিতদের দ্বারা মৌলিক সাহিত্য রচিত হতে দেখা যায়। এঁরা হলেন- হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, কালীপদ তর্কাচার্য, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, রমা চৌধুরী, পঞ্চানন রায়, তারাপদ ভট্টাচার্য, দীপক ঘোষ প্রমুখ। পুরুষ সাহিত্যিকগণের সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে যাঁর রচনাসমূহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি হলেন রমা চৌধুরী। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অবদান ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আলোকপাতের প্রচেষ্টাই আলোচ্য প্রবন্ধের মুখ্য উপজীব্য।

সূচক শব্দ :

দৃশ্যকাব্য, শ্রব্যকাব্য, আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্য, রমা চৌধুরী।

রমা চৌধুরী : ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব

বিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে রমা চৌধুরী এক অন্যতম প্রধান নাম। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি

আলোচনার পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যের আধুনিক ধারার প্রতি আলোকপাত করা আবশ্যক। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য কথাটি বললেই অনেকের কাছেই তা কিছুটা আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে হয়। কারণ প্রথমত: সংস্কৃত ভাষা বর্তমানে কথ্যভাষারূপে প্রচলিত নয়, তাই ঊনবিংশ-বিংশ শতকেও যে এই ভাষাচর্চা হয় বা হতে পারে - সে বিষয়টি মুষ্টিমেয় বিদ্বজ্জন ছাড়া বেশিরভাগ মানুষজনের কাছেই অজানা। সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য মানেই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপনিষদ অথবা আরো কিছুটা পরবর্তী কালের কাব্য, নাটকসমূহ— এই ধারণাই অধিক প্রচলিত। যেগুলি ব্যাস, অশ্বঘোষ, কালিদাস, শূদ্রক, মাঘ, ভারবি, ভট্টি, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট এবং বিষ্ণুশর্মা, নারায়ণ শর্মা প্রমুখ রচিত মহাকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি রচনাসমূহ কিংবা সরল সংস্কৃতে রচিত পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ ইত্যাদি গল্পসাহিত্য। সর্বসাকুল্যে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণা সমাজের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে বিরাজমান। অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে বহুচর্চিত ধারণা হল - সংস্কৃত সাহিত্যের যা কিছু রচনাসমূহ, তা ঊনবিংশ-বিংশ শতকের পূর্বেই রচিত। এই সময়টি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগ, এই যুগে সংস্কৃত ভাষায় কোনো উল্লেখযোগ্য রচনা দুর্লভ। কিন্তু এই মতামত যে একেবারেই যথার্থ নয়, তা সারা ভারত ব্যাপী সংস্কৃতভাষায় রচিত ছোটোগল্প, নাটক এবং বিভিন্ন কাব্যসম্ভারের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। বরঞ্চ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও স্বাধীনোত্তর যুগে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যে একই সঙ্গে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপিকা ঋতা চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন- ''এই সত্য আজ পরীক্ষিত, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত যে, প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যের মত উনিশ-বিশ-একুশ শতকের সংস্কৃত সাহিত্যও সমগ্রভাবে অর্থাৎ বিভিন্ন genre-এর বিচারে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা অর্থাৎ Tradition এবং Innovation-এর মেলবন্ধন হয়ে উঠেছে"।[1]

'আধুনিক' কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করে বলা যায় - **অধুনা ভব ইতি আধুনিকঃ**। অধুনা + ঠঞ্ প্রত্যয়যোগে গঠিত আধুনিক শব্দের অর্থ এখন যেটি আছে। এখন বলতে ঠিক কোন্ সময়কে নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় - সাম্প্রতিক সময়ের নিরিখে যে ঘটনা 'এখন'রূপে চিহ্নিত করা যায়, কিছু সময়ের ব্যবধানে তা আর 'এখন' থাকে না। আবার কিছু ঘটনা বা সামাজিক সমস্যা আছে যা চিরকালীন ঘটনা বা সমস্যা - সেগুলি যে কোনো সময়েই আধুনিক। সাহিত্য যেহেতু সমাজ দর্পণ, কালের দর্পণ তাই কালের নিয়মে সমাজের কিছু ঘটনা দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়। কবি হলেন ক্রান্তদর্শী, তাই তিনি দূরদর্শিতার বলে তাঁর রচনাতে সেই আভাস দিতে সক্ষম হন। অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মতোই বিংশ-একবিংশ শতকের সংস্কৃত সাহিত্য অনেকাংশে তৎকালীন সমাজের দর্পণ হয়ে উঠেছে। প্রাচীন রাজতন্ত্রের আবহে রচিত লৌকিক সাহিত্যের কাহিনি তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজা-রানী, দেব-দেবীকেন্দ্রিক। যদিও রাজতন্ত্রনির্ভর সামাজিক চিত্র সেখান থেকে পাওয়া যায়। সমস্ত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের বিষয়বস্তুতেও পরিবর্তনশীলতা দৃষ্টিগোচর হয়। এ প্রসঙ্গে শূদ্রক রচিত প্রকরণ জাতীয় দৃশ্যকাব্য মৃচ্ছকটিক উল্লেখযোগ্য। বিংশ-একবিংশ শতকে রচিত কাব্য, নাটক, ছোটোগল্পের বিষয়বস্তুতে সমকালীন সামাজিক সমস্যার নানা দিক উঠে এসেছে। যেমন- বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণী মানুষের জীবনীমূলক কাহিনী তৎসহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভয়াবহ বেকার সমস্যা, সন্ত্রাসবাদ, নকশাল আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, নারী নির্যাতন, পণপ্রথা, শিশুশ্রম, মনুষ্যত্বের ক্ষয়, শিক্ষাব্যবস্থা

থেকে সংস্কৃতের বিতাড়ন, মূল্যবোধের সংকট প্রভৃতি নানা বিষয়কে আশ্রয় করে বিভিন্ন নাটক-প্রহসনাদি দৃশ্যকাব্য এবং মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, ছোটোগল্প, উপন্যাস প্রভৃতি শ্রব্যকাব্যরূপ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান শাখায় কাহিনি গ্রথিত হয়েছে। সমকালীন বাস্তবিকতা এক নতুন মোড় এনেছে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে। যাঁদের সাহিত্যকৃতি দ্বারা আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের জন্ম হল তাঁরা হলেন - হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, কালীপদ তর্কাচার্য, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, রমা চৌধুরী, পঞ্চানন রায়, তারাপদ ভট্টাচার্য, দীপক ঘোষ প্রমুখ বঙ্গদেশীয় কাব্যকার। এছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কাব্যকারগণ হলেন- অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্র, রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী, রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী, অম্বিকাদত্ত ব্যাস, কেশবচন্দ্র দাস, ক্ষমা রাও, লীলা রাও, ভি. রাঘবন প্রমুখ অজস্র পণ্ডিতগণ। সমগ্র ভারত ব্যাপী এই সমস্ত সাহিত্যকারগণের মধ্যে মহিলা কবির সংখ্যা স্বল্প। তবে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যকারগণের মধ্যে বাংলার রমা চৌধুরী অন্যতম শক্তিশালী একজন মহিলা কবি। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যকার যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর সহধর্মিণী রমা চৌধুরী কেবলমাত্র তাঁর স্বামীর পরিচয়ে পরিচিতা নন বরং তিনি তাঁর নিজ সাহিত্যসৃষ্টির জন্য অধিক সমাদৃতা। প্রকৃতপক্ষে রমা বোস যিনি বিবাহের পর রমা চৌধুরী নামে পরিচিত হয়েছিলেন। রমা বোস ১৯১১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার এক স্বনামধন্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তাঁর পূর্ব-পুরুষের বাসস্থান ছিল বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি নামক স্থানে। তাঁর পিতা সুধাংশুমোহন বোস ছিলেন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, বিধায়ক এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান। পিতামহ আনন্দমোহন বোস ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে প্রধান একজন সদস্য ছিলেন। আনন্দমোহন বোসের শিক্ষালাভ হয়েছিল ইংল্যান্ডে। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি গণিত বিষয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেংগলার উপাধি লাভ করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রমা চৌধুরীর বাবার মামা ছিলেন। এ হেন সম্ভ্রান্ত বংশে জাত রমা চৌধুরী অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ১৯২৭ সালে তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম হন। এরপর তিনি স্নাতকস্তরে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে দর্শন বিষয়ে প্রথমশ্রেণীতে প্রথম হন। তিনি যে শুধুমাত্র কলেজেই প্রথম হয়েছিলেন তাই নয়, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত স্নাতকস্তরীয় দর্শনবিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথমশ্রেণীতে প্রথম হয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণা হন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ভারতীয় মহিলারূপে Ph. D ডিগ্রি লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। এরপর লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং Royal Asiatic Society of Bengal এর প্রথম মহিলা ফেলো হয়েছিলেন। ডঃ রমা চৌধুরী অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাত্রী ও সভানেত্রী ছিলেন। ডঃ রমা চৌধুরী 'প্রাচ্যবাণী' নামক একটি পত্রিকার প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯৪৪ সালে ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ''প্রাচ্যবাণীমন্দির- Institute of Oriental Learning" নামক সংস্থার পক্ষ থেকে প্রাচ্যবাণী নাম ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হত।[2] যুগ্মভাবে যার সম্পাদনা করতেন রমাদেবী ও যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী।

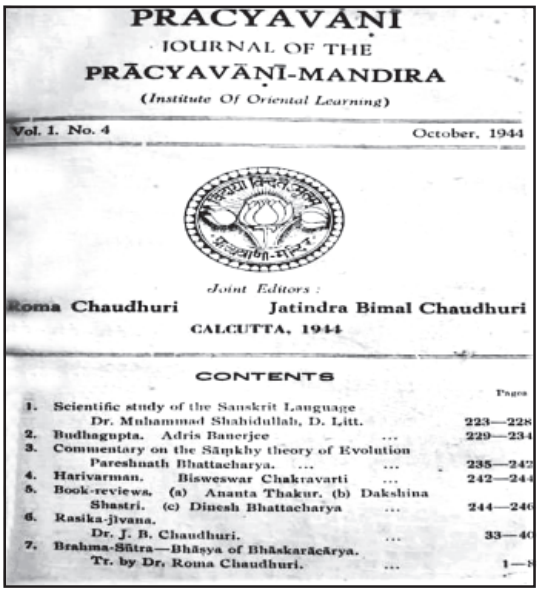

PRACYAVANI
JOURNAL OF THE
PRĀCYAVĀṆĪ-MANDIRA
(Institute Of Oriental Learning)

Vol. 1. No. 4 October, 1944

Joint Editors :
Roma Chaudhuri Jatindra Bimal Chaudhuri
CALCUTTA, 1944

CONTENTS

Pages
1. Scientific study of the Sanskrit Language Dr. Muhammad Shahidullah, D. Litt. 223—228
2. Budhagupta. Adris Banerjee ... 229—234
3. Commentary on the Sāṃkhy theory of Evolution Pareshnath Bhattacharya. ... ... 235—242
4. Harivarman. Bisweswar Chakravarti ... 242—244
5. Book-reviews. (a) Ananta Thakur. (b) Dakshina Shastri. (c) Dinesh Bhattacharya ... 244—246
6. Rasika-jivana. Dr. J. B. Chaudhuri. ... 33—40
7. Brahma-Sūtra—Bhāṣya of Bhāskarācārya. Tr. by Dr. Roma Chaudhuri. ... 1—8

তাঁরা দুজনে মিলে প্রাচ্যবাণীর মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা ও আদর্শ সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাইরে ছড়িয়ে দেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটিতে জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক প্রবন্ধ ছাড়াও বহু নাটক প্রকাশিত হত, যার রচনা করেছেন শ্রদ্ধেয়া রমা চৌধুরী এবং যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। প্রায় কুড়িবছর ধরে রমাদেবী এবং যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মিলিতভাবে উভয়ের রচিত নাটক ভারতের ও বিদেশের মাটিতে অভিনয়ের দ্বারা সংস্কৃত ভাষার প্রসারের জন্য নিরলস চেষ্টা করেছেন। রমা চৌধুরী বহু নাটক রচনা করেছেন যেগুলি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে।

রমা চৌধুরী দর্শনবিষয়ে প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে বেশ কিছু সংস্কৃত নাটক রচনা করেছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রায় ২০টিরও বেশি নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত নাটকগুলির অধিকাংশই মনীষীগণের জীবনীমূলক। তবে এর অতিরিক্ত অন্যান্য বিষয় অবলম্বনেও তিনি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর রচিত নাটকগুলিকে বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা অনুসারে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন- মণীষীগণের জীবনীমূলক, পুরাণমূলক, সাম্প্রতিক সমাজ ও মানবজীবন কেন্দ্রিক, কবি কালিদাসাশ্রিত। তবে কবির অধিকাংশ রচনা বিদ্বৎজনের জীবনীমূলক। মোট নাটকের মধ্যে ১৩টি নাটকই জীবনীমূলক। কবির দ্বারা লিখিত নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত চিত্র এই প্রকার-

ক্রমিক সংখ্যা	জীবনীমূলক নাটক	ব্যক্তিত্ব
১	শঙ্করশঙ্করম্	শঙ্করাচার্য
২	অভেদানন্দম্	স্বামী অভেদানন্দ

৩	নিবেদিতানিবেদিতম্	ভগিনী নিবেদিতা
৪	যুগজীবনম্	শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
৫	ভারতাচার্যম্	সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্
৬	রামচরিতমানসম্	তুলসীদাস
৭	ভারততাতম্	মহাত্মা গান্ধী
৮	চৈতন্যচৈতন্যম্	শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৯	রসময়রাসমণি	রাণী রাসমণি
১০	প্রসন্নপ্রসাদম্	সাধক রামপ্রসাদ
১১	গণদেবতানাটকম্	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
১২	অগ্নিবীণানাটকম্	কাজী নজরুল ইসলাম
১৩	ভারতপথিকম্	রাজা রামমোহন রায়

কালিদাসাশ্রয়ী নাটক

লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের কবি কালিদাসকে অবলম্বন করে রমাদেবী দুটি নাটক রচনা করেছেন এবং কালিদাসের মহতী সৃষ্টি মেঘদূত নামক গীতিকাব্য অবলম্বনে একটি নাটক রচনা করেছিলেন। নাটক তিনটি হল যথাক্রমে-

1. কবিকুলকোকিলম্
2. কবিকুলকমলম্
3. মেঘমেদুরমেদিনীয়ম্ (মেঘদূত অবলম্বনে রচিত)

পৌরাণিক নাটক

1. দেশদীপম্

সাম্প্রতিক সমাজ ও মানবজীবন কেন্দ্রিক

1. পল্লিকমলম্ (গ্রাম্য বালিকাকেন্দ্রিক নাটক)
2. নগরনূপুরম্ (শহরের বালিকাকেন্দ্রিক নাটক)
3. সংসারামৃতম্ (আধুনিক জীবনকেন্দ্রিক নাটক)

কবিকৃত এই সমসমস্ত নাটকগুলি প্রাচ্যবাণী থেকে প্রকাশিত তাই শুধু নয়, সাধারণ দর্শককুলের মধ্যে ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে এই নাটকসমূহ কলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভিনীতও হয়েছে। কবির এই সমস্ত নাট্যকৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচনার অবকাশ রাখে-

জীবনীমূলক নাটক

শঙ্করশঙ্করম্- কবি রচিত এই নাটকটি ১৯৭২ সালে প্রাচ্যবাণী থেকে প্রকাশিত হয়। অদ্বৈত বেদান্তের শ্রেষ্ঠ

প্রবক্তা শঙ্করাচার্যের ভারতবর্ষ পর্যটনের মাধ্যমে বেদান্তের চিরন্তন বাণী সর্বত্র প্রচার, মণ্ডনমিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করা, মণ্ডনমিশ্রের পত্নীর কামশাস্ত্র বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দানার্থে কামশাস্ত্র অধ্যয়ন -এই সমস্ত বৃত্তান্ত এই নাটকের মুখ্য উপজীব্য। এই নাটকে শঙ্করাচার্য রচিত স্তোত্র ও সঙ্গীতের যথোপযুক্ত ব্যবহার নাটকটির মর্যাদা অধিক বৃদ্ধি করেছে।

লেখিকার প্রশংসা করে সাতকড়ি মুখার্জী বলেছেন- "What was surprised me most is the wonderful ease and flow with which the present work represents to us the most abstruse Philosophy of the great Advaitin Shankara. Who could have ever thought that anyone would be able to serve the same under the guise of a Drama? But the supremely efficient and infinitely courageous Dr. Roma has been able to perform.[3]

অভেদানন্দম্- ১২টি দৃশ্য সম্বলিত এই নাটকটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান শিষ্য স্বামী অভেদানন্দের কর্মজীবন, আত্মোৎসর্গ এবং তাঁর জীবনযাপন চিত্রিত হয়েছে। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পরম স্নেহের। শিষ্য অভেদানন্দের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর সম্পর্ক সর্বত্র দেখানো হয়েছে।

নিবেদিতানিবেদিতম্- আলোচ্য নাটকটি রমা চৌধুরী রচিত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাটক। ১৯৭৯ সালে প্রাচ্যবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত, দ্বাদশ দৃশ্যে বিভক্ত এই নাটকটি ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও পুণ্যকীর্তি অবলম্বনে রচিত হয়েছে। নাট্যরীতি অনুযায়ী নাটকের সূচনা হয়েছে নান্দীশ্লোকের মাধ্যমে। নান্দীশ্লোকের মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে দীক্ষিতা ভগিনী নিবেদিতার পরিচয় ও স্তুতি পাওয়া যায়। প্রস্তাবনার প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নাটকের মূল বিষয়বস্তুর অবতারণা। সূত্রধার ও নটীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে মার্গারেট নোবেল অর্থাৎ ভগিনী নিবেদিতার চরিত্রের তাৎপর্যময় দিক এবং তাঁর মহত্ত্বপূর্ণ অবদানের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে সকল চরিত্র এবং ঘটনাবলী প্রকৃত ও ঐতিহাসিক সত্য।

নাটকের প্রথম দৃশ্যে ১৮৯৫ সালের ওয়েস্ট এন্ডে সুপ্রসিদ্ধ ভারতপ্রেমিকা লেডি ইসাবেল্ মার্গাসনের ড্রয়িং রুমে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের সাক্ষাৎকার। প্রথম দর্শনেই মার্গারেটের চিত্ত এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় দৃশ্যে ১৮৯৬তে লন্ডনে ঘরোয়া ধর্মালোচনা সভায় মার্গারেট স্বামীজীকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছেন। স্বামীজীও যুক্তিসঙ্গত উত্তর দান করে সভায় উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেন। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী মার্গারেটের মনে গেঁথে গেল। তাঁর অভিব্যক্তি হল— অহো নিমেষেণ রোমাঞ্চিতং জাতং মম সর্বশরীরম্। কম্পিতং মম হৃদয়ম্, ঘর্মাক্ত মম হস্তপদম্ ...[4] অতঃপর তৃতীয় দৃশ্যে মার্গারেট স্বামীজীকে গুরুরূপে বরণ করতে এলে স্বামীজী তখন বলেন- ''সৌম্যে নাহং তব গুরুঃ। তব গুরুস্তু জগৎ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবঃ নান্যো ন নান্যঃ"। এরপর চতুর্থ দৃশ্যে স্বামীজী কর্তৃক মার্গারেটকে ভারতে আহ্বান, পঞ্চম দৃশ্যে মার্গারেটের মা সারদার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয় উত্তর কোলকাতায় বাগবাজারস্থিত গৃহে। এই অপূর্ব মাতৃমূর্তিদর্শনে মুগ্ধ মার্গারেট। ষষ্ঠ দৃশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে মানবকল্যাণের দীক্ষা দিলেন। মার্গারেট হলেন নিবেদিতা। তিনি হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। এইভাবে নাটকের অন্যান্য দৃশ্যে ক্রমান্বয়ে নিবেদিতার জনসেবাব্রতে দীক্ষা ও জনসেবা, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ভগিনী নিবেদিতার

অন্তিম গুরুদর্শনলাভ, এবং অবশেষে অন্তিম দৃশ্যে তাঁর মহাসমাধি বর্ণনা করেই নাটক সমাপ্ত করা হয়েছে। ভগিনী নিবেদিতার প্রতি রচয়িতার অনাবিল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তাঁর রচনার মাধ্যমে প্রকাশিত। বীর, করুণ ও শান্ত রসের এক অসামান্য সমন্বয়যুক্ত নাটক উপহার দিয়েছেন লেখিকা।

যুগজীবনম্ : ১৯৭৭ সালে প্রাচ্যবাণী থেকে এই নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল। যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন অবলম্বনে রচিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবন দশটি দৃশ্যের মাধ্যমে এখানে চিত্রিত হয়েছে। নাটকটির সহজ সরল ভাষা এটিকে সকলের কাছে সহজবোধ্য ও আনন্দদায়ক করেছে।

ভারতাচার্যম্- দ্বাদশ দৃশ্য সম্বলিত এই নাটকে শ্রীরাধাকৃষ্ণন-এর জীবনী এবং তাঁর কর্মজীবন সম্বন্ধে বাস্তবিক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯৬৬ সালে স্বয়ং রাধাকৃষ্ণনের সম্মুখে এই নাটকটি উপস্থাপিত হয়। তিনি এই নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

রামচরিতমানসম্ - হিন্দী ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করেন তুলসীদাস। তাঁর গ্রন্থের নাম রামচরিতমানস। সুললিত ছন্দে রচিত এই রামায়ণ ভারতবর্ষের হিন্দীবলয়ের জনসাধারণের কাছে বেদতুল্য। এই পরম ভক্তের জীবনী এই নাটকে বিধৃত।

ভারততাতম্- ছয়টি দৃশ্যসম্বলিত এই নাটকে দেশের তৎকালীন হরিজনসংক্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে জাতির জনক গান্ধিজীর আন্দোলন এবং তাঁর দেশসেবা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং দেশবন্ধু - এই দুজনের নাট্য-চরিত্রায়ণ বিশেষভাবে করা হয়েছে।

ভারতপথিকম্- ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী, তাঁর সমাজসংস্কারকরূপে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, তাঁর ব্যক্তিত্ব, বাংলার নবজাগরণের ভূমিকা— এই সমস্ত বিষয় অবলম্বন করে তোজোদৃপ্ত পুরুষরূপে পাঁচটি দৃশ্যে চরিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের পটভূমিকায় রচিত এই নাটকে তোজোদৃপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের চরিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

রসময়রাসমণি- রাণী রাসমণি বাংলার গরীয়সী নারীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি নাম। ত্রিবেণীর কাছে হালিশহরের নিকটবর্তী কোনা গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন কৃষক। দরিদ্র ঘরে জন্ম নিলেও অসাধারণ সুন্দরী হওয়ার দরুণ কলকাতার অতি ধনী প্রীতিরাম মাড়ের দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্রের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। রাণী রাসমণির অত্যন্ত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর বিপুল সম্পত্তি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। ইংরেজ শাসকরাও তাঁর বুদ্ধির কাছে নতি স্বীকার করত। দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দির স্থাপন করেছিলেন। এটি তাঁর অমর কীর্তিস্থাপন। এই পুণ্যস্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। ১৮৬১ সালে এই মহীয়সী মহিলার মৃত্যু হয়। এ হেন নারীর জীবনী সরল সংস্কৃতে আটটি দৃশ্যে রমা চৌধুরী উপস্থাপিত করেছেন। নাটকটি তথ্যভিত্তিক।

কবিকুলকোকিলম্- ১৯৭০ সালে প্রাচ্যবাণী থেকে এই নাটকটি প্রকাশিত হয়। এখানে কবি কালিদাসের প্রথম জীবন অন্যভাবে চিত্রিত হয়েছে। শৈশব থেকে তাঁকে প্রকৃতির সন্তান এবং গতানুগতিক শিক্ষালাভ

করতে অনিচ্ছুকরূপে দেখানো হয়েছে। তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ পরবর্তী কালে তাঁকে মহাকবির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই নাটকটিও ভাষা ও বর্ণনার গুণে অনবদ্য।

কবিকুলকমলম্- ১৯৭০ সালে প্রাচ্যবাণী থেকে এই নাটকটিও প্রকাশিত হয়। এখানে কালিদাসের চমৎকারী জীবনের শেষার্ধ বর্ণিত হয়েছে। কালিদাসের সমগ্র জীবন কিংবদন্তী ও কল্পনাভিত্তিক হওয়ায় কবি এই সব চরিত্র নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

দেশীপদম্- এই নাটকে তিনি বীর বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের বিবরণ বর্ণনা করেছেন। গ্রাম্যজীবনের বর্ণনা এই নাটক থেকে পাওয়া যায়।

এছাড়াও কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা, সাধক রামপ্রসাদের জীবনীমূলক নাটক, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীমূলক গ্রাম্য বালিকাকেন্দ্রিক নাটক পল্লীকমলম্, শহরের বালিকাকেন্দ্রিক নাটক নগরনূপুরম্ এবং আধুনিক জীবন কেন্দ্রিক নাটক সংসারামৃতম্- এই সমস্ত আধুনিক সংস্কৃত নাটক সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর আধার করে রচিত, এই সমস্ত রচনাবলী রমা চৌধুরী রচনা করেছেন। তাঁর দ্বারা রচিত নাটকসমূহ প্রচলিত সংস্কৃত রচনার ধারাকে অন্যপথের দিশা দেখিয়েছে। এ হেন রচনা আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যজগতে মহিলা কবির উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। সেখানে শ্রদ্ধেয়া রমা চৌধুরী তাঁর নিজ সাহিত্যকৃতি নিয়ে স্বমহিমায় নিজ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় প্রায় চল্লিশটি গ্রন্থ লিখেছিলেন- এই গ্রন্থগুলি তাঁর সহজাত প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। আধুনিক সংস্কৃত নাটকসমূহ রচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্যান্য রচনাগুলি হল- দশবেদান্ত সম্প্রদায়, বঙ্গদেশ, নিম্বার্ক দর্শন, বেদান্ত দর্শন, সাহিত্যে কলা, সংস্কৃত্যষ্ক রোগ ও তার প্রতিকার, কবিতাবলী (প্রাচীন মহিলা কবিগণ কর্তৃক রচিত কবিতার অনুবাদ), ঋগ্বেদে নারী, সুফীজম অ্যান্ড বেদান্ত প্রভৃতি রচনাসমূহ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বশালিনীর দার্শনিকতার অন্যতম প্রধান নিদর্শন হল Ten Schools of the Vedanta (Part-I, II & III) নামক গ্রন্থটি, যা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত। ১৯৯১ সালে এই কর্মপ্রাণা বিদুষী নারী পরলোক গমন করেন। পরিশেষে বলা যায় যে, রমা চৌধুরী একদিকে যেমন তাঁর সমগ্র কর্মজীবনে প্রশাসনিক দায়িত্বভার দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন, অপরদিকে সাহিত্যসৃষ্টিতেও তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। একাধারে সাহিত্যকীর্তি এবং অন্যদিকে কলেজের অধ্যক্ষারূপে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে প্রশাসনিক দায়িত্বভার সাফল্যের সঙ্গে নির্বাহ, তাঁর কর্মদক্ষতা ও ভাবগম্ভীর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তাই আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যকাররূপে ও ব্যক্তিত্বশীলা নারীরূপে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। সর্বোপরি সংস্কৃত সাহিত্যে তথা আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে মহিলা কবিরূপে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

অন্ত্যটীকা

[1] আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (ছোটো গল্প ও নাটক) ভূমিকাংশ, পৃষ্ঠা-৭

[2] Manorama Vol 15-16, Page-225

[3] Manorama Vol 15-16, Page-226

[4] দ্রষ্টব্য, আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (ছোটো গল্প ও নাটক), পৃষ্ঠা-১১০

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

- চট্টোপাধ্যায়, ঋতা, *আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (ছোটোগল্প ও নাটক),* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ২০১২
- চৌধুরী, রমা, *যুগজীবনম্,* প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত সিরিজ, Vol-XXXIV, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৭৭
- চৌধুরী, রমা, *Ten Schools of The Vedanta (Part I, II & III)*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৭৩
- চৌধুরী, রমা, *Sufism And Vedanta (Vol I)*, প্রাচ্যবাণীমন্দির, কলকাতা ১ম প্রকাশ ১৯৪৮
- চৌধুরী, রমা, *Doctrine of Srikantha (Vol I)*, প্রাচ্যবাণী রিসার্চ সিরিজ (সিরিজ নং-একাদশ) কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৬২
- মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলিকা, *সংস্কৃত কাব্যচর্চায় বাঙালী (সেকাল ও একাল),* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ ২০১৩
- মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলিকা, *দেশে বিদেশে সংস্কৃত চর্চা,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ২০২১
- মুখোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত (সম্পাদক), *সাহিত্যদর্পণঃ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ২০১৩
- শাস্ত্রী, গৌরীনাথ, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ